অদ্ভুত মানুষ

এ. এ. বি. পিকচার্সের নিবেদন

এ, এ, বি, পিকচার্সের নিবেদন—

অদৃশ্য মানুষ

> যে সকল কর্ম্মীবৃন্দ এই ছবিখানি তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন — ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নাম অদৃশ্য রাখা হইল।

❊ এই ছবির সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক ❊

—চরিত্রে—

যমুনা সিংহ	: সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী	: নমিতা চ্যাটার্জ্জী
শিখারাণী বাগ	: রাজলক্ষ্মী	: ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
জহর রায়	: অজিত চ্যাটার্জ্জী	: অরুণ চৌধুরী
পশুপতি কুণ্ডু	: শ্যাম লাহা	: নবদ্বীপ হালদার
অনুপ কুমার	: সমীর মজুমদার	: পাপু মুখার্জ্জি
ধীরাজ দাস	: দেবু দা (অদৃশ্য মানুষ)	: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আরও অনেকে—

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিও-তে গৃহীত ও পরিস্ফুটিত।

* **কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন** *

মুখার্জ্জী এণ্ড কোং (ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি)

৪২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র পরিবেশক :—**সরলা পিকচার্স**

১২৭-বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪।

কাহিনী

(সারাংশ)

অদৃশ্য মানুষ

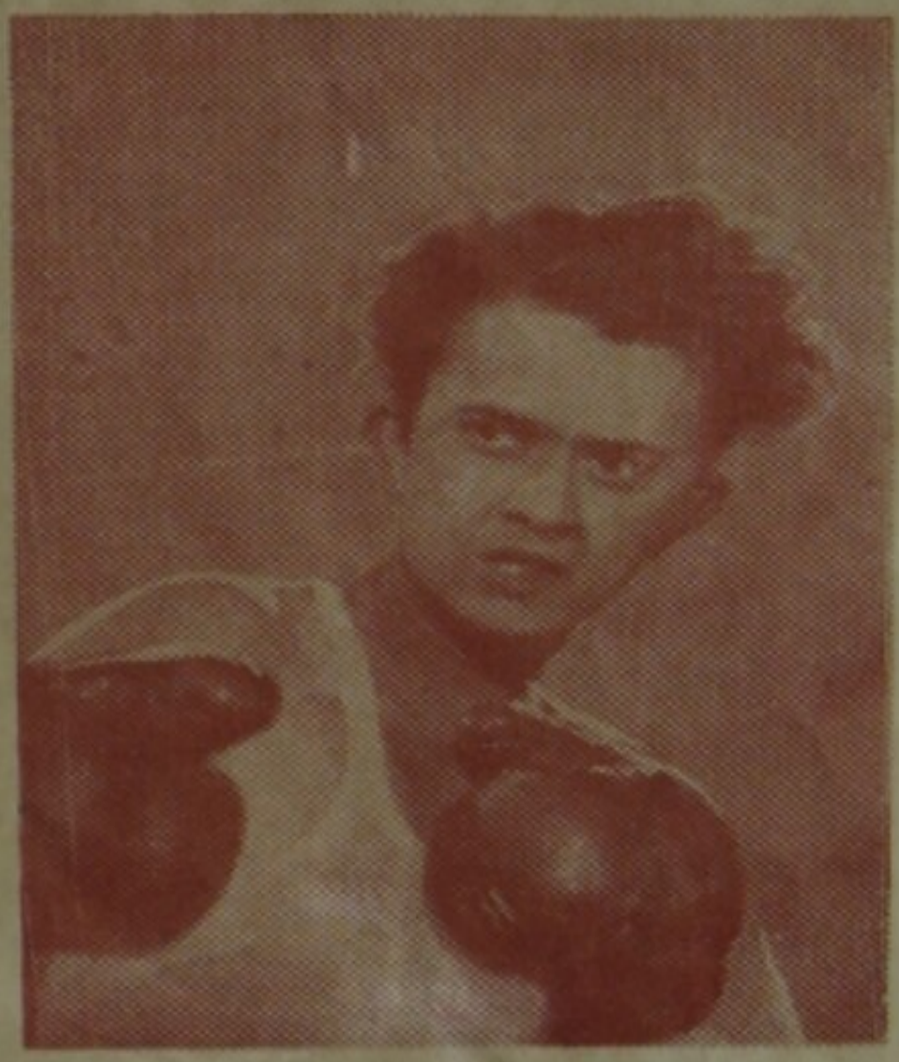

কোন এক অখ্যাতনামা গ্রামের ছিটগ্রস্থ বৈজ্ঞানিক এমন একটি ঔষধ বার করবার চেষ্টা করছেন যেটা কোন প্রাণীকে খাওয়ালেই সে উবে যাবে, কিন্তু তার প্রাণ থাকবে। ভাড়া বাড়ী ও সংসারের দিকে কোনহুঁস নেই—কিন্তু এই অভাব অনটনের সংসারটা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর এক বিশ্বস্ত চাকর দেবু—আর এই সংসারে আর একটি প্রাণী হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের পিতৃমাতৃ হীন ভাগ্নে ভানু—দেবু ভানুকে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে—ভানুও দেবুদার মুখ রেখেছে প্রত্যেক বছর ক্লাসে, পরে ম্যাট্রিকে ও আই-এস-সিতে ফার্ষ্ট হয়ে।

বৈজ্ঞানিকের বাড়ীওয়ালা নবদ্বীপ প্রায়ই আসে বাড়ী ভাড়ার তাগিদে কিন্তু দেবু রোজ এই বলে ভাগিয়ে দেয় যে তার কর্ত্তাবাবু এবার এমন একটি ঔষধ বার করেছেন যেটা খেলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কর্ত্তাবাবু সেই ঔষধ বার করে বাজারে বিক্রী করলে প্রচুর টাকা পাবেন ও তোমার ক'মাসের বাড়ী ভাড়া ও তার সুদ দিয়ে দেবেন—নবদ্বীপ দেবুকে না রাগিয়ে চলে যায় এই আশায় যে ভানু লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারলেই তার ১২ বছরের মেয়ে পুঁটুরাণীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই করে রাখবে।

ভানু I. S. C.তে 1st হবার পর উচ্চ শিক্ষার্থে কলিকাতায় রওনা হল—বৈজ্ঞানিকও তাঁর গবেষণা চালাতে লাগলেন—দেবু নবদ্বীপকে বাড়ী ভাড়া না দিয়ে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখল।

ভানু কোন এক Cheap Hostelএ থেকে কলেজে ভর্ত্তি হল—ওদিকে বৈজ্ঞানিক ঔষধটি একটি খরগোসের উপর Experiment করে সাফল্য লাভ করল — দেখা গেল মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা যায় না—এই পাঁচ মিনিটকে পাঁচ বছর করে মানুষের উপর Experiment করবে এই আশায় গবেষণা চালাতে চালাতে হঠাৎ মারা গেলেন—ভানু খবর পেয়ে গ্রামে ফিরে এসে মামাবাবুর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়ে ফিরে যাবার সময় দেবুকে ডেকে বল্লে—দেবুদা, আমার লেখাপড়া যতদিন না শেষ হয় ও কোন চাকরি পাই ততদিনের জন্য তুমি তোমার দেশে গিয়ে থাক—আর এই বাড়ীতে মামাবাবুর যা কিছু আছে সেগুলি বিক্রী করে নবদ্বীপের বাড়ী ভাড়া দিয়ে দিও।

দেবু ভানুর সঙ্গে কলকাতায় যাবার জন্যে বলেছিল কিন্তু নবদ্বীপের বাড়ী ভাড়া না দিতে পারলে যাওয়া যাবে না.....

নবদ্বীপ যে দিন বুঝতে পারলে যে দেবু রোজই তাকে ধাপ্পা দিচ্ছে—ভানুরও ইচ্ছে নেই তার পুঁটুরাণীকে বিয়ে করতে তখন গ্রামের দু'চার জন লোক নিয়ে এসে দেবুকে বল্লে—কোথায় পালান হচ্ছে—হয় ভাড়া দাও না হয় ভানুর সঙ্গে পুঁটুরাণীর বিয়ে

দাও —একি ফ্যাসাদ।

দেব-দিচ্ছি-বলে বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ভাবছে কি করা যায় — হঠাৎ তার খেয়াল হল — ঘরের একটি তাকের উপর সেখানে কতকগুলি শিশি সাজান আছে।

একটা শিশি থেকে ঔষধটা খাওয়া মাত্রই দেবু উবে গেল— শুধু তার জামা কাপড় দেখা যাচ্ছে—সেগুলি খুলে ফেলে অদৃশ্য দেবু নবদ্বীপকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে কলিকাতায় ভানুর হোষ্টেলে উপস্থিত হল—গোড়ায় ভানু ভয় পেয়ে গেলেও, যখন বুঝতে পারল যে তার দেবুদা ঔষধ খেয়ে ২ বছরের মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে তখন দেবুদাকে বল্লে তুমি এইখানেই থাক, কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে—আর মনে মনে ভাবল এই দেবুদার সাহায্যে সে তার পাশের ঘরের বদমাইস ছেলেগুলিকে সায়েস্তা করবে। পাশের ঘরের একটি ছেলে জহর, সেও ভানুর সঙ্গে একই Class এ পড়ে। জহর চায় তাদেরই ক্লাসের সহপাঠিণী সাবিত্রীকে বিয়ে করতে, কিন্তু সাবিত্রী ও ভানু উভয়ই উভয়ের প্রেমে মগ্ন — এই নিয়ে বাধল জহরের দলের সঙ্গে ঝগড়া — তারা চায় ভানুকে অপদস্থ করে সাবিত্রীকে হাত করতে — ভানু ও জহরের এই রেষারেষি ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করে, কিন্তু এ'র শেষ কোথায়? অদৃশ্য দেবুদার সাহায্য ছাড়া কি এর কোন মীমাংসা নেই?

* * *

সঙ্গীত

(১)

হায় জুলিয়েট
এই নিরালা বিজন রাতে প্রিয়া
ভাবছি আপন মনে,
আমি যদি হোতেম হাওয়া
যেতাম তোমার বাতায়নে।
কবরী করা অলকগুলি
শিথিল করে দিতাম খুলি
কণ্ঠমালা দুলিয়ে দিতাম
মধুর রাতে নিরজনে॥
একলা ঘরে নিঝুম রাতে সহসা
মোর পরশ পেয়ে
জেগে উ'ঠে দেখতে চেয়ে
শেষ হয়ে যে আসছে রাতি
নিভে গেছে তারার বাতি
থর থর প্রদীপ শিখা
কাঁপছে শুধু সমীরণে।
হায় জুলিয়েট, হায় জুলিয়েট।

(২)

মোর মনের কথাটি তুমি জান্‌লে যদি
তবে মনেই রাখো,
সেই কথাটি যেন কারে বোলো নাকো॥
শুধু তোমার আমার মাঝে এ প্রেম যেমন
আজো রয়েছে গোপন,
জানি রইবে মধুর ঠিক রাখলে তেমন
যদি জানাও কারে আমি আসবো নাকো।
তুমি যতই ডাকো।
তুমি রাখতে না চাও তব নয়ন হো'তে
যদি আমায় দূরে
বাঁধ বাঁশিটি তোমার মোর বীনার সুরে,
এতে আমার কি হবে বলো, এমন কি হবে
নয় আসবো না আর।
যদি হয়গো কিছু সেটা হবে যে তোমার
তুমি বোলো না যেন হায় তখন আমায়
কেন দূরে থাকো॥

(৩)

চলো মোরা ভেসে যাই দুজনে
হালকা মেঘের মত অসীমের বিজনে।
রব শুধু তুমি আমি আর রবে মধুযামী
স্বপ্ন ভাঙ্গেনা যেথা বিহগের কুজনে॥
তুমি আর আমি দোঁহে মেঘে ভাসিব।
ভুল করে আর কভু না ধরায় আসিব॥
চলে গেলে এই রাতি তারাদের হবো সাথী।
এ ধরণী হতে শতলাখ দূর যোজনে॥

(৪)

না হয় একটুখানি আরো থাকতে কাছে।
ভাল লাগায় কি দোষ আছে॥
দেখতে তোমায় আমার পাশে,
হাজার তারা আজ আকাশে,
চাঁদের আলো বাসায় ভাল
তাইতো হিয়া তোমায় যাচে॥

পড়ে থাকুক ঘরের কাজ
কেন তোমার মিছে এ লাজ
থাকলে বুকে কেবলি ভয়
মনের কথা বলা কি হয়
তাইতো বলি যেওনা চলি
যা হবার তা হোক্ সে পাছে।

(৫)

এলো কাননে বন বিজনে দখিনা হাওয়া
করবী যুথিকা ফুটিল বনে বনে
শেষ কবি পথ চাওয়া॥
ডাকে বনে পাপিয়া
বলে কোথা পিয়া পিয়া
তাই দেখি উতলা আমার এ হিয়া
কেন হায় দোল দিয়ে যাও প্রিয়া চলিয়া
যদি না হোলো পাওয়া॥

18-12-53

অমর দত্ত পরিচালিত

এ. এ. বি. পিক্‌চার্সের

আগামী দুখানি সামাজিক ছবি

নিরুপমা দেবীর

'দিদি' উপন্যাস অবলম্বনে

সুরমা

পরের ছেলে

একমাত্র পরিবেশক • সরলা পিক্‌চার্স

সরলা পিক্‌চার্স এর পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।